মেহেরপুরের বড় বাজারে সাইকেল রিপেয়ারিং দোকানে ভাঙচুর

মেহেরপুর শহরের বড় বাজার এলাকার কাথুলী রোডে একরামুল ইসলামের সাইকেল রিপেয়ারিং দোকানে ভাঙচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্রিফিং করেছে মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতি।

শনিবার সকালে ঘটনাস্থলে আয়োজিত ওই ব্রিফিংয়ে সমিতির নেতারা ঘটনার নিন্দা জানান এবং এ বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন।

ব্রিফিংয়ে বক্তব্য দেন মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম।

তিনি বলেন, দোকানটি ১৯৭৭ সালে অ্যাডভান্স পজিশনের মাধ্যমে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। এ সংক্রান্ত একটি চুক্তিও রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো এর আগেও ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে একাধিকবার বসেছে এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু বাজারের মধ্যে জোরপূর্বক দোকান দখল ও ভাঙচুরের ঘটনা তারা প্রত্যাশা করেননি।

তিনি আরও বলেন, একজন ব্যবসায়ীর ওপর হামলা এবং তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। মণ্ডল কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স মার্কেটের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ ইকবাল আহমেদ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যে বিভ্রান্তিকর পোস্ট দিয়েছেন, তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং প্রকৃত ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা।

এর আগে আজ শনিবার সকালে দোকান মালিক একরামুল ইসলাম এবং মোহাম্মদ ইকবাল আহমেদের ভাই রফিকুল ইসলামের মধ্যে বাজার কমিটির মধ্যস্থতায় সমঝোতা হয়েছে। ওই সমঝোতা অনুযায়ী, ক্ষতিপূরণ বাবদ ২ লাখ টাকা এবং জায়গা বাবদ ১০ লাখ টাকা দেওয়ার বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয়।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার সকালে মোহাম্মদ ইকবালের নেতৃত্বে ২০ থেকে ৩০ জনের একটি দল দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তার দোকানে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। এতে দোকানটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় এবং তার কয়েক লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

তিনি আরও জানান, এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দিতে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি।

দোকান মালিক একরামুল গতদিন বলেন, তার বাবা আব্দুল মালেক ১৯৭৭ সালে দোকানটির পজিশন কিনে ব্যবসা শুরু করেন। বাবার মৃত্যুর পর তিনি ওই ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। সম্প্রতি দোকানটি উচ্ছেদের জন্য ইকবাল ও তার লোকজন বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়ে আসছিলেন বলে তিনি দাবি করেন।

অন্যদিকে, মোহাম্মদ ইকবাল আহমেদের ভাই রফিকুল ইসলাম দোকান ভাঙার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, জায়গাটি তাদের পারিবারিক মালিকানাধীন। তার দাবি, ওই স্থানসহ পুরো মার্কেটের নকশা অনুমোদিত রয়েছে এবং মার্কেট নির্মাণের সময় জায়গাটি ফেলে রাখা সম্ভব নয়।

মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু বলেন, দোকান ভাঙচুরের পেছনে প্রভাবশালী একটি মহলের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে তারা মনে করছেন। তবে ইকরামুল একজন ক্ষুদ্র ও দরিদ্র ব্যবসায়ী হওয়ায় তার সঙ্গে যা ঘটেছে, তা অত্যন্ত অমানবিক এবং দুঃখজনক।

সবজির দাম স্থিতিশীল, কাঁচা মরিচ ঊর্ধ্বমুখী

মেহেরপুর কাঁচাবাজারে গত সপ্তাহ ও এই সপ্তাহে সবজির দাম স্থিতিশীল থাকলেও কাঁচা মরিচের দাম একটু বাড়তি লক্ষ্য করা গিয়েছে। সপ্তাহের ব্যবধানে কাঁচা মরিচসহ কয়েকটি সবজির দামে কেজিপ্রতি ১০ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত ওঠানামা দেখা গেছে।

পাইকারি বাজারে নতুন আলু ২৫ টাকায় অপরিবর্তিত, পেয়াজের দাম কমে ৪০ টাকায়, রসুন ৪৫ টাকায় অপরিবর্তিত, কাচা মরিচ ৭০ টাকা থেকে বেড়ে ৯০-৯২ টাকা, আদা ১০ টাকা বেড়ে ১৩০ টাকা।

বেগুন ৩০ টাকা বেড়ে ৪৫ টাকা, শিম ও মূলা ১০ ও ৩০ টাকায়

স্থিতিশীল, পটল ৯০ টাকা থেকে বেড়ে ১১৫, টমেটো ৬০ টাকা থেকে বেড়ে ৭০ টাকায়, শশা ৬৫ টাকায় স্থিতিশীল, পেঁপে ২০ টাকায় স্থিতিশীল রয়েছে।

শীতকালীন সবজির মধ্যে ফুলকপি ২০ টাকা কেজি, বাধাকপি ১৫ টাকা কেজি ও পালংশাক ১৫ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।

খুচরা বাজারে নতুন আলু ৩০ টাকায় অপরিবর্তিত, পেয়াজ ৫৫ টাকা থেকে ৬০ টাকা পর্যন্ত, রসুন ৬০ টাকায় অপরিবর্তিত, কাচা মরিচ ৮০ টাকা থেকে বেড়ে ১২০ টাকা, আদা ১৬০ টাকা।

বেগুনে ২০ টাকা বেড়ে ৬০ টাকা, শিম ও মূলা ২০ ও ৪০ টাকায় স্থিতিশীল, পটলের দাম বেড়ে ১৪০ টাকা, টমেটো ৮০ টাকায় অপরিবর্তিত , শশায় ২০ টাকা বেড়ে কেজিপ্রতি ৯০ টাকায়, পেঁপে ২৫ টাকায় স্থিতিশীল রয়েছে।

শীতকালীন সবজির মধ্যে ফুলকপি ৩০ টাকা কেজি, বাধাকপি ২৫ টাকা কেজি ও পালংশাকে ১০ টাকা কমে ৩০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজারে রুই ৩৫০, তেলাপিয়া ১২০-১৫০, পাঙাস ১৫০-১৮০, সিলভার ১৬০, জিওল ৩০০, ইলিশ ৪০০-১৪০০, দেশি চিংড়ী ১০০০, গলদা ৮০০ টাকা।

মুরগীর বাজারে ব্রয়লার মুরগি ১৬০, সোনালি মুরগি ও লেয়ার মুরগি কেজিপ্রতি ২৬০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে ৷ ছাগলের মাংস ১১০০ টাকায় এবং গরুর মাংস ৭৫০ টাকায় অপরিবর্তিত।

সবজি বিক্রেতারা বলেন,আমরা তো আর ইচ্ছা করে দাম বাড়াচ্ছি না। পাইকারি বাজার থেকেই আগের চেয়ে বেশি দামে কাচাঁ মরিচ কিনতে হচ্ছে। তাছাড়া অন্য সকল সবজির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

বাজার করতে আসা ক্রেতারা বলেন, গত সপ্তাহ এবং এই সপ্তাহে সবজির দাম ঠিকই আছে তবে কাঁচামরিচ আগের সপ্তাহে কম দামে কিনেছিলাম কিন্তু এই সপ্তাহে অনেকটাই বেড়েছে।

মেহেরপুর তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান বলেন, শীতকালীন সবজির সরবরাহ ভালো থাকায় সবজির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতি নির্বাচনে ৪২ জনের মনোনয়ন দাখিল

মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনে ৪২ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। নির্বাচনে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।
গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৭ টার দিকে মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির কার্যালয়ে এইসকল মনোনয়নপত্র জমা করা হয়।
নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক মোঃ আব্দুস সালাম, সদস্য মাহবুবুল হক মন্টু ও মাহাবুব চান্দু মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেন। মনোনয়ন পত্র দাখিলের সভাপতি পদের প্রার্থীরা হলেন মো: মনিরুজ্জামান দিপু ও আবু ইউসুফ মিরন, সিনিয়র সহ-সভাপতি পদের মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান টোটন ও বাবলু রহমান, সহ-সভাপতি পদে মোঃ শাহিন মল্লিক ও রায়হান কবির, সাধারণ সম্পাদক পদে মোঃ মেহেদী হাসান মিলন, সোহেল আহম্মেদ ও শহিদুল ইসলাম, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক পদে মোঃ ইবনে সাদাত তুষার ও তাজুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক পদে আলমগীর বাদশা শিল্টন ও মানিক হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে মোঃ শাহিনুল ইসলাম শাহীন ও সামসুল আযম লিল্টু, কোষাধ্যক্ষ পদে মোহাম্মদ কামাল হোসেন ও সাহেদুজ্জামান রিপন, দপ্তর সম্পাদক পদে মোঃ শফিউল আলম শিল্টু ও আব্দুস সালাম, প্রচার সম্পাদক পদে মোঃ সাইদুর রহমান সাঈদ ও এস. এ খান শিল্টু, সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক পদে মোহাম্মদ জিয়ারুল ইসলাম ও মোঃ সুজন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে মোহাম্মদ রকিবুজ্জামান জনি ও ইমাদুল হক, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক পদে মোঃ হারুন অর রশিদ হিরা ও আব্দুল লতিফ, সাংস্কৃতিক ও নাট্য সম্পাদক পদে মোঃ রেমিম ও এমদাদুল ইসলাম, গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে মোহাম্মদ সাদেকুজ্জামান খান ও মাকসুদুর রহমান রুমন, প্রহরা বিষয়ক সম্পাদক পদে মোঃ আজগর আলী সুমন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।
এছাড়াও সদস্য পদে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মিল্টন, মোঃ রাকিব হোসেন, মোঃ হামিদুল ইসলাম, মোঃ ওবাইদুল ইসলাম, রাজন আহম্মেদ, মোঃ জয়নাল আবেদীন, মোঃ হামিদুল ইসলাম, মোঃ আব্দুল জব্বার, মোঃ নাজমুল ইসলাম ও মোঃ রবিউল ইসলাম।

নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সূত্রে জানা গেছে,
ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ১৪ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই ও ১৯ জানুয়ারি প্রত্যাহারের শেষ দিন। পরে প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে এবং প্রতীক বরাদ্দ করে নির্ধারিত তারিখে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।